তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৫০

দিয়া ও রাজিবকে বাস চাপায় হত্যা মামলার রায়

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সড়ক পরিবহন আইন ও রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী বাস চাপায় নিহত হওয়ার ঘটনায় মামলার রায় দুটোই সড়কের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

 আজ গুলশান আবাসিক অফিসে রাজধানীর বিমান বন্দর সড়কে বাসচাপায় রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় জাবালে নূর পরিবহনের দুই চালক এবং একজন সহকারীকে আদালত কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদ- প্রদানের রায়ের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে একথা বলেন আইনমন্ত্রী।

 মন্ত্রী বলেন, এই মামলা দ্রুততার সাথে শেষ করতে যা কিছু করণীয় তা করা হবে। এই মামলার পেপারবুক তৈরি হওয়া মাত্র উচ্চ আদালতে শুনানির তালিকায় আনার চেষ্টা করা হবে। বিচারিক আদালত এই মামলার আসামিদেরকে সকল আইনি অধিকার দিয়ে এবং আইনের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিচারকাজ শেষ করে আজ রায় দিয়েছেন।

 মন্ত্রী আরো বলেন, সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য সড়ককে নিরাপদ করা এবং সড়ক পরিবহন আইনকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করা।

#

রেজাউল/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২১৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৪৯

**বিএনপিই দুর্নীতি-ধর্ষণ-সন্ত্রাসের রোল মডেল**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে বিএনপিই 'দুর্নীতি-ধর্ষণ-সন্ত্রাসের রোল মডেল'। এ বিশেষণ তাদের বেলাতেই প্রযোজ্য, যা তারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে।

 আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সভাশেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাম্প্রতিক এ সংক্রান্ত মন্তব্যের জবাবে তিনি একথা বলেন।

 ড. হাছান বলেন, 'বিএনপি'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরপর পাঁচবার বিশ্বে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বেগম জিয়া নিজে কালো টাকা সাদা করেছেন এবং এতিমের টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধে সাজা ভোগ করছেন। তার পুত্র কোকো'র পাচার করা অর্থ দেশে ফেরত আনা হয়েছে এবং তাদের দুর্নীতির বিষয়ে এফবিআই এসে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে।'

 'আর যদি সন্ত্রাসের কথা বলেন, তবে, ২০১৩-১৪-১৫ সালে বিএনপি জনগণের ওপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে মানুষকে পুড়িয়ে হত্যাসহ যে সন্ত্রাস পরিচালনা করেছে, তা বিশ্বরাজনীতিতে নজীরবিহীন' উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রেনেড হামলায় তারা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চেয়েছে, আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষদের হতাহত করেছে। শাহ এএমএস কিবরিয়া, আহসানউল্লাহ মাস্টারকে হত্যা করেছে।'

 'এই বিএনপিই আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার অপরাধে পাঁচ বছরের শিশু, বার বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে' বলেন তথ্যমন্ত্রী।

 গত বৃহস্পতিবার জামালপুরে সিপিবি'র সমাবেশে হামলাকে ন্যক্কারজনক অভিহিত করে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান বলেন, আওয়ামী লীগ কখনও এ ধরনের হামলা সমর্থন করে না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এটি কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

 প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া চিঠির জবাব না পেয়ে বিএনপি'র তথ্য অধিকার আইনের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারত সফরে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকসহ সফরের সব বিষয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে, সংসদে এবং প্রথানুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পূর্বেই অবহিত করেছেন। এরপরও এমন চিঠি দেওয়া বা অনর্থক তথ্য অধিকারের কথা বলা রাজনৈতিক নাটক ছাড়া কিছু নয়।'

 এ সময় সাংবাদিকরা নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের মূল কারণ সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিক্ষার্থী নিহতের বিচারের রায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, দ্রুত বিচারের এ রায় সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সহায়ক হবে।

 আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ এদিনের প্রচার উপকমিটির সভা সম্পর্কে বলেন, দলের সম্মেলন সামনে রেখে প্রচার উপকমিটি ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক ডেলিগেটের জন্য যে পাটের ব্যাগ দেওয়া হবে, সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি-বক্তৃতার কপিসহ ফোল্ডার, পানির বোতল এবং ডায়াবেটিকদের দিকে লক্ষ্য রেখে দু'টি লজেন্সও থাকবে।

 'এছাড়া, ২০১৩-১৪-১৫ সালে বিএনপি জনগণের ওপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে মানুষকে পুড়িয়ে হত্যাসহ যে নজীরবিহীন সন্ত্রাস পরিচালনা করেছে এবং এখনও নানা গুজব ছড়িয়ে মানুষের মাঝে ভীতিসঞ্চারের ষড়যন্ত্র করেছে, সেগুলোর ওপর একটি তথ্যচিত্র এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করছে আওয়ামী লীগ প্রচার উপকমিটি', জানান মন্ত্রী।

 'বঙ্গবন্ধুহীন আওয়ামী লীগকে মাতৃস্নেহ-মমতায় নেতৃত্ব দিয়ে চারবার দেশ পরিচালনায় নিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবন ও কর্মের ওপর একটি এলবাম ও দলের সম্মেলন উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হবে' জানান ড. হাছান।

 প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সভাপতি এইচ টি ইমাম এসময় বলেন, 'অত্যন্ত কর্মতৎপর ও তারকাখচিত আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটি দলের জন্য অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। সকল গণমাধ্যম আমাদের সাথে থাকবেন বলে আমরা আশা করি।'

 প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সভাপতি এইচ টি ইমামের সভাপতিত্বে সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মুরাদ হাসান, সংসদ সদস্য শেখ তন্ময়, আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিনসহ উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৪৮

১৮ মাসের মধ্যে পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হবে

 --- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, আগামী ২০২০ সালের

১ জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ৩০ জুন এই ১৮ মাসের মধ্যে পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করা হবে। পর্যটন উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার পরামর্শক নিয়োগ প্রায় সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পর সেখানে থাকা স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দেশের পর্যটন উন্নয়নের স্বার্থে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ আয়োজিত ‘পর্যটন ও কর্মসংস্থান’ শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

 মাহবুব আলী বলেন, কক্সবাজার ও সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সরকার ‘এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন’ গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে অংশীজনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে হোটেল-মোটেল, রিসোর্ট, ইকোপার্ক, থিমপার্ক-সহ পর্যটনের নানা অনুষঙ্গ গড়ে উঠছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-সহ জাতীয় অর্থনীতিতে এ শিল্প ভূমিকা রাখবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, পর্যটন একটি শ্রমঘন শিল্প এবং এটি জাতীয় আয়ের অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত। এ দেশের পর্যটন শিল্পে বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২৩ লাখ লোক কাজ করছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যটন ও কমিউনিটি বেইজড পর্যটন উন্নয়নে সরকার কাজ করছে।

#

তানভীর/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১০০ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 4547

**¯Œj AvKv‡i cÖPv‡ii Rb¨**

mKj B‡jKUªwbK wgwWqv

XvKv, 16 AMÖnvqY (1 wW‡m¤^i) :

 mKj B‡j±ªwbK wgwWqvq wb‡Pi weÁwßwU ¯Œj AvKv‡i cÖPvi Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|

**g~j evZ©v:**

ÔXvKvq evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 5 †\_‡K 8 wW‡m¤^i ch©šÍ 4 w`be¨vcx cve©Z¨ †gjvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| †gjv mKvj 10Uv †\_‡K ivZ 10Uv Ges mvs¯‹…wZK Abyôvb weKvj 5Uv †\_‡K ivZ 10Uv ch©šÍ Pj‡e|Õ

#

dvinvbv/†gvkvid/†iRvDj/2019/2002 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৪৬

খেলাপি ঋণ কমাতে সিঙ্গেল ডিজিট সুদহার বাস্তবায়ন করতে হবে

 --- অর্থমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, ‘দেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ খেলাপি ঋণ। এর মূল কারণ সুদ হার। সুহদার বাড়লে খেলাপি ঋণ বাড়বেই। ১৪ থেকে ১৫ শতাংশ সুদহার হলে এটা দিয়ে ঋণ গ্রহীতারা কুলাতে পারে না। তাই সুদহার ৯ শতাশেংর নিচে নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি।’

 আজ নগরীরর শেরে বাংলানগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, যে উদ্দেশ্যে সরকার ব্যাংকগুলোকে অনুমোদন দিয়েছে সেই জায়গা থেকে ব্যাংক কাজ করবে। এনপিএল-সহ সুদহারও কমাতে হবে। দেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। এগুলো সম্ভব হওয়ার পিছনে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোর বড় অবদান রয়েছে। সুদহার কমলে বাংলাদেশের সঙ্গে বিদেশিরা ব্যবসা করতে স¦াচ্ছন্দবোধ করবে।

 মন্ত্রী বলেন, সুদহার কমানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হবে। গভর্নর যতজন সদস্য প্রয়োজন মনে করবেন কমিটিতে ততজন থাকবে। কমিটি সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেবেন, কারণ খুঁজে বের করে। আগামী সাত দিনের মধ্যেই তারা এই কাজ করবেন। কিভাবে সুদহার কমাবো এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য থাকবে। এতে সুদহার কমবে। পাশাপাশি খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়বে না।

 এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম।

 এরপূর্বে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সাথে শেরে বাংলানগরে তাঁর কার্যালয়ে জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশনের (জেবিআইসি) ডেপুটি গভর্নর Nobumitsu Hayashi সাক্ষাৎ করেন।

 সাক্ষাৎকালে জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন (জেবিআইসি) বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাত ও চিনি শিল্প খাতে তারা বিনিয়োগ করার জন্য অধির আগ্রহ প্রকাশ করে।

#

গাজী তৌহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৪৫

**যুব সমাজকে ক্রীড়াঙ্গনে সম্পৃক্ত করে মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হবে**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

কিশোরগঞ্জ, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, তরুণ সমাজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এবং যুব সমাজকে ক্রীড়াঙ্গনে সম্পৃক্ত করে মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়তে ফুটবল টুর্নামেন্ট উৎসাহব্যঞ্জক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় যুব সমাজকে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

 মন্ত্রী আজ বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। কিশোরগঞ্জ পুরাতন স্টেডিয়ামে এ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী খেলায় কিশোরগঞ্জ ও জামালপুর জেলা অংশগ্রহণ করে।

 জেলা প্রশাসক সরোয়ার মোর্শেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য প্রকৌশলী রেজওয়ান আহমেদ তৌফিক; নূর মোহাম্মদ, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান

 পরে মন্ত্রী সার্কিট হাউজ অডিটোরিয়ামে জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদ ও রেজওয়ান আহমেদ তৌফিক এবং জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৪৪

ন্যায় বিচারের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা বাড়াতে হবে

 --- আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, নুসরাত হত্যাকা-ের তদন্ত ও এর দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির ঘটনা দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক হয়ে থাকবে। এই হত্যাকা-ের দ্রুত বিচারের মাধ্যমে দেশ নারী পুরুষের সমতা ফিরিয়ে এনে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

 আজ রাজধানীর এফডিসিতে ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্ট শিরোনামে ‘নিপীড়ন বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা’ এর গ্র্যান্ড ফাইনাল ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

 মন্ত্রী বলেন, কোনো নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটলে তাকে সর্বোচ্চ সাজা গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হবে। পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রসিকিউশন-সহ সংশ্লিষ্ট সকলে আইনি প্রক্রিয়া বলবৎ রেখে নুসরাত হত্যা মামলা পরিচালনায় সহায়তা করায় একটা ন্যায় বিচার হয়েছে। এই বিচারের মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে নারী নিপীড়ন প্রতিরোধ করা যাবে।

 ‘নুসরাত হত্যার দ্রুত বিচার নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনবে’ শীর্ষক চূড়ান্ত এই ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজ যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয় ইউনিভার্সিটি অভ্ সাউথ এশিয়া। ‘সাহসিকা নুসরাত তুমিই যুক্তি তুমিই প্রতিবাদ’ এই স্লোগানে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করেছে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি ও এটিএন বাংলা।

#

রেজাউল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৪৩

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় রেলপথ মন্ত্রণালয় তৃতীয়**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী সার্বিক মূল্যায়নে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

 মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয় রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন সংহতকরণ ও একটি দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রণীত ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

 বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ‘জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণ’ এবং জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী সনদ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত, শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কলাকৌশল হিসেবে কাজ করছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

#

শরিফুল/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০১৯/১৮০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৪২

শিক্ষার মান বজায় রাখতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের আনুপাতিক হার যৌক্তিক পর্যায় থাকতে হবে

 -- শিক্ষামন্ত্রী

রাজশাহী, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, শিক্ষার মান ধরে রাখতে হলে ছাত্র শিক্ষকের আনুপাতিক হার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে হবে। কলেজের সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার একটা প্রবণতা রয়েছে। দেশের শিক্ষা পদ্ধতিকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে যে একসময় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরা হবে। ১৩টি শতবর্ষী সরকারি কলেজকে সেন্টার অভ্ এক্সিলেন্ট হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আজ রাজশাহী সরকারি কলেজ মিলনায়তনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে সারা দেশের ১৩ টি শতবর্ষী সরকারি কলেজের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, দেশের চাকরি দাতারা বলেন, যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় না আর চাকরি প্রার্থীরা বলেন চাকরি পাওয়া যায় না। অথচ দেশে প্রচুর শিক্ষিত বেকার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চাকরি দাতারা যে দক্ষতা চায় চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে সেই দক্ষতা তারা পাচ্ছে না। পড়াশুনার পাশাপাশি চাকরি প্রার্থীদের কিছু সফট স্কিল অর্জন করতে হবে। তার মধ্যে কমিউনিকেশন স্কিল, লিডারশিপ স্কিল, পিপল ম্যানেজমেন্ট স্কিল, টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল ও সিচুয়েশন ম্যানেজমেন্ট স্কিল অন্যতম।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক হারুন অর রশিদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক। কর্মশালায় দেশের ১৩টি শতবর্ষী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

খায়ের/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৮০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৪১

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে মনিটরিং কমিটি ও কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে  বাজার মনিটরিং করতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে তিনটি কমিটি এবং একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ফলে বাজার পরিস্থিতি নিয়ে যে কেউ কন্ট্রোলরুমে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

চালের মূল্য স্থানীয় পর্যায়ে রাখতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই চাল ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক-সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে এবং তিনটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের অভিযোগ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে জানাতে পারবেন। অভিযোগ কেন্দ্রের ফোন নাম্বার- ০২-৯৫৪০০২৭ এবং ০১৬৪২-৯৬৭৭২৭।

বাজারদর মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে ঢাকা মহানগরের বড় বড় পাইকারি বাজার সরেজমিনে পরিবীক্ষণ করে প্রতিবেদন দাখিল; বাজার পরিদর্শনের দিনের বাজার দর ও আগের দুই দিনের বাজারদর সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং বাজারে চাল ও আটার বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্য সংগ্রহ করে তা খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদফতরে প্রেরণ করা।

বাজারদর মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকা কমিটিগুলো প্রতিদিন তিনটি করে বাজার মনিটরিং করবে। প্রত্যেক কমিটিতে তিন জন করে সদস্য রয়েছেন। এই তিনটি কমিটিকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাজার মনিটরিং চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া জেলা প্রশাসকদেরকে এ মনিটরিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বাজার মনিটরিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সার্বক্ষণিক খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে।

#

সুমন/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৭৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৪০

**২০২০ সালে দেশব্যাপী এইচআইভি পরীক্ষা সেবা চালু করা হবে**

 **-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বরর) :

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ২০২০ সালেই সারা দেশে এইচআইভি পরীক্ষা সেবা চালু করা হবে। এইচআইভিতে আক্রান্তের হারের দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন অনেক ভালো অবস্থায় আছে। তবে এই রোগ যাতে দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং একজন থেকে অন্যজনের দেহে বাসা বাধতে না পারে তার জন্য দ্রুত সেবা চালু করা হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অভ্ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আয়োজিত ‘বিশ^ এইডস দিবস-২০১৯’ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম, এইচআইভি ফোকাল পার্সন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রীনা পারভীন, ইউএনএফপিএ’র বাংলাদেশ প্রতিনিধি Dr. Asa Torkelsson, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি Dr. Mia Sapal, এসটিআই/এইডস নেটওয়ার্ক অভ্ বাংলাশের প্রতিনিধি আবু ইউসুফ চৌধুরী-সহ মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠান শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এইডস সচেতনতা সংক্রান্ত একটি মেলা উদ্বোধন করেন এবং মেলাটি পরিদর্শন করেন।

#

মাইদুল/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৭৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৩৯

মুক্তিযুদ্ধ ছিলো বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ লড়াইয়ের ফসল

 --- মোস্তাফা জব্বার

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ছিলো বাংলা ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী, বাঙালি সংস্কৃতিকেন্দ্রিক উন্নত জীবনধারী একটি দেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদীর্ঘ লড়াইয়ের ফসল। বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্যমে সমগ্র দেশের মানুূষকে একত্রিত করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেছেন।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ন্যাশনাল ফ্রিডম ফাইটারস ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু ২০২০’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ সম্প্রসারণে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেদবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সদস্যপদ অর্জন করে। মন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং ২০২১ সাল স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এই দু’টি বছর জাতির উৎসবের বছর উদ্যাপনের বছর। এই সময়ের জন্য তিনি যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযোগী হিসেবে নিজেদের তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

 অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মৃনাল কান্তি দাস এমপি, বাংলাদেশ কমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট কোম্পানির চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ, ন্যাশনাল ফ্রিডম ফাইটারস ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. এসএম জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৩৮

**ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের সভা**

**রাজধানীতে ৬৪টি পার্কিং স্পট অনুমোদন**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 রাজধানীতে যানবাহন পার্কিং এর সুবিধার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রস্তাবিত ৬৪টি পার্কিং স্পট অনুমোদন দিয়েছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ ডিটিসিএ। এর পাশাপাশি মহানগরীর সড়কের পাশে বাস-বে নির্মাণ ও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে সুবিধামত স্থানে ছোট আকারের সিটি ফরেস্ট নির্মাণে সিটি কর্পোরেশনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

 আজ ঢাকায় নগরভবনে ডিটিসিএ’র বোর্ড সভাশেষে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের ব্রিফ করার সময় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

 ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালসমূহ পর্যায়ক্রমে নগরীর বাইরে সরিয়ে নিতে স্থান নির্ধারণসহ অন্যান্য কাজ এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়। আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন প্রস্তাবিত টার্মিনালসমূহের সাথে মহানগরীর কেন্দ্রে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয় গড়ে তোলা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

 সভায় বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এলক্ষ্যে শীঘ্রই প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ শুরু হবে। এছাড়া আদমজী লেকের বর্তমান অবস্থা অব্যাহত রেখে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক সড়ক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

 মন্ত্রী আরো জানান, ঢাকা মহানগরী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিবহন পরিকল্পনার আলোকে বলিয়ারপুর হতে নিমতলী-কেরাণীগঞ্জ হয়ে ফতুল্লা-লাঙ্গলবন্ধ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

 ডিটিসিএ’র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন একটি বিশেষজ্ঞ পুল গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এ সভায়।

 সভায় ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাইদ খোকন ও মো. আতিকুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী, সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোফাজ্জেল হোসেন, ডিটিসিএ’র নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমানসহ বোর্ড সভার সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৬১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৫৩৭

**দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর):

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ বলেছেন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে স্বল্প ব্যয়ে ও দ্রুততম সময়ে নিরাপদ অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অভিবাসন প্রক্রিয়ার মান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

 আজ ঢাকার ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়াসে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ১৮ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস’ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে “দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ সম্মান দুই-ই মেলে'।

 তিনি বলেন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টির জন্য কাজ করছে সরকার। যাতে বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এ লক্ষ্যে সকল উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। সকল বিদেশগামী কর্মীদের বীমা সুবিধার আওতায় আনা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে ফেলোশিপ চালু করা হচ্ছে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, মালয়েশিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের বন্ধ থাকা শ্রম বাজার খুব শীঘ্রই বাংলাদেশিদের জন্য উন্মুক্ত হবে। এর ফলে এ দুটি দেশে কয়েক লাখ বাংলাদেশির কর্মসংস্থান হবে। ইতোমধ্যে বিদ্যমান শ্রম বাজারের পাশাপাশি চীন, জাপান, ক্রোয়েশিয়া, সেনেগাল, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়ার সারাওয়াক এবং বুরুন্ডিতে কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। এছাড়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশসহ ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, পর্তুগাল, অস্ট্রেলিয়া, চেক রিপাবলিক, রাশিয়া ও ইইউভুক্ত দেশসমূহে কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

 বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকারে এর শতকরা দুই ভাগ প্রণোদনা দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, এর ফলে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর ১১ মাসে দেশে রেমিটেন্স এসেছে ১৫ দশমিক ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা গত বছরের তুলনায় ১ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলার বেশি।

 এ সময় জানানো হয় ১৮ ডিসেম্বর সকাল ১০ টায় জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে থেকে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের র‌্যালি বের করা হবে। ১৯ ডিসেম্বর সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অভিবাসী দিবসে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির চেক ও প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে বীমা পলিসির অর্থ এবং সিআইপি সনদ প্রদান করা হবে।

 সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম রেজাসহ মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

বনানী/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৪৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৩৬

**সিআইপি (শিল্প) ২০২০ আবেদনের সময় ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি (শিল্প) ২০২০ নির্বাচনের জন্য দরখাস্ত জমাদানের সময়
১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

 এ বিষয়ে দরখাস্ত জমা দেয়ার সময়সীমা ইতোপূর্বে ছিল ২৭ নভেম্বর, ২০১৯। সংশোধিত সময়সীমা অনুযায়ী আগ্রহী উদ্যোক্তারা সর্বশেষ চলতি বছরের ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত করতে পারবেন।

 এ সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করার জন্য আগ্রহী উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করা হয়েছে।

#

জলিল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৫৩৫

**সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হলো বাঙালির জীবন দর্শন**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর):

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। এদেশের মানুষ সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হলো বাঙালির জীবন দর্শন।

 আজ রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ মিলনায়তনে হাক্কানী আঞ্জুমান আয়োজিত ২৫তম আন্তর্জাতিক সর্বধর্মীয় বিশ্বজনীন প্রার্থনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে সকলের আরাধনার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জঙ্গিবাদের অবসান ঘটিয়ে সুখ ও শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সন্তানরা কেন জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে সেটা অভিভাবক হিসেবে আমাদের ভাবতে হবে।

 তিনি বলেন, সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা, বিশেষ করে ধর্মীয় ও মানবিক মুল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। ধর্মের প্রকৃত অনুসারী করে তাদের গড়তে হবে। এর শুরুটা হতে হবে পরিবার থেকে। ধর্ম নিয়ে হানাহানি কেন করবো? কেন অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করবো না? আমরা অসাম্প্রদায়িক মানবিক বাংলাদেশ চাই।

 হাক্কানী আঞ্জুমান এর সেক্রেটারি ডা. এস এম নুরুল হকের সভাপতিত্বে প্রার্থনা সভায় কলকাতায় অবস্থিত সুফি আজানগাছীর গদিনশীন প্রেরিত বিশেষ বাণী পাঠ করেন প্রধান খাদেম মুন্সী বদিয়ার রহমান। এ ছাড়া ওজিফা পাঠ এবং জাতির কল্যাণে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

 বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য সাগুফ্‌তা ইয়াসমিন, নৌ সচিব মোঃ আবদুস সামাদ, প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এম শমশের আলী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্মতত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড.ফাদার তপন ডি রোজারিও।

 প্রার্থনা সভায় দেশের সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

#

গিয়াস/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০১৯/১৪৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৫৩৪

**অটিস্টিকদের স্বাভাবিকভাবে নিতে পারার লক্ষ্যে শিক্ষকদেরকে আলোকিত হতে হবে**

 **-শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর):

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, অটিস্টিকদের স্বাভাবিকভাবে নিতে পারার লক্ষ্যে শিক্ষকদেরকে আলোকিত হতে হবে। সরকার এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার শিক্ষকদের অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, অটিস্টিক শিশুরা সমাজের জন্য বোঝা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বিশেষ প্রতিভা থাকে। পৃথিবীর অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী, শিল্পী, তারাও কোন না কোন দিকে অটিস্টিক ছিলেন।

 মন্ত্রী আজ রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামরুজ্জামান মিলনায়তনে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় একীভূতকরণ শীর্ষক বিভাগীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল ডিজ্যাবিলিটি প্রকল্প এ সেমিনারের আয়োজন করে।

 ডা. দীপু মনি বলেন, একটি জাতি তার পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী অথবা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি কতটা দায়িত্বশীল তার ওপর নির্ভর করে সে জাতি কতটা উন্নত। অটিস্টিক শিশুদের যে ভিন্নতা তা ইতিবাচকভাবে ভাবতে শিখলে তাদেরকে মূলধারায় নিয়ে আসা সহজ হবে।

 মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো: গোলাম ফারুক এর সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসাইন।

#

খায়ের/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৫৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৩৩

**পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ২২ বছর উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি পার্বত্য জেলাসমূহের জনগণ ও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই।

 পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই আওয়ামী লীগ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা ছিল বিশ্ব ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম আধুনিকতার ছোঁয়া বিবর্জিত পশ্চাদপদ পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনেন। তাদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে গ্রহণ করেন নানামুখী কর্মসূচি। আঞ্চলিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের সম-সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নেন। এ লক্ষ্যে জাতির পিতা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

 ’৭৫ পরবর্তী অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো পার্বত্য অঞ্চলের সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাঙালি-পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। খুন, অত্যাচার-অবিচার, ভূমি জবরদখল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এ অঞ্চলকে আরো অস্থিতিশীল করে তোলে।

 পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা। ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্মারক।

চলমান পাতা/২

-২-

 আওয়ামী লীগ সরকার শান্তি চুক্তির আলোকে পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করেছি। এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকল খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার রাঙামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বোর্ডের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। পার্বত্য এলাকার যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না, সেসব এলাকায় ১০ হাজার ৮৯০টি পরিবারের মধ্যে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। ৪ হাজার পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে এ অঞ্চলের নারী ও শিশুদের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্যবাসীর স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে প্রায় ২ একর জমির ওপর ১৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি শৈল্পিক ও নান্দনিক কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। পার্বত্য জেলাসমূহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সমুন্নত রাখা ও পর্যটন শিল্পের প্রসারেও আমরা নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে আজ পার্বত্য জেলাসমূহ কোন পিছিয়ে পড়া জনপদ নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এ অঞ্চলের জনগণ সম-অংশীদার।

 বিএনপি-জামাত জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতার এসে ঐতিহাসিক এই শান্তি চুক্তির চরম বিরোধিতা করে পার্বত্য অঞ্চলকে পুনরায় অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল। তাদের এ হীন উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

 আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শান্তি, শঙ্খলা বজায় রেখে এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষত হব।

 পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/আসমা/২০১৯/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৫৩২

**পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ২২ বছর** **পূর্তি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ২২ বছরপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য এলাকার সকল অধিবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটি নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের অপার আধার। যুগযুগ ধরে পাহাড়ে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বর্ণিল জীবনাচার, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। পার্বত্য জেলাগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে পার্বত্য জেলাসমূহে দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসান ঘটে। সূচিত হয় শান্তির পথচলা। শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিশ্বে এটি একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

 পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অঞ্চল। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

 পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে পার্বত্য শান্তি চুক্তি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে- এ প্রত্যাশা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১১৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৩১

**অর্ধ শতাব্দীর স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার বিপক্ষের রাজনীতি থাকতে পারে না**

 **-তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর):

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ&মুদ বলেছেন, স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পর দেশে আর স্বাধীনতার বিপক্ষের রাজনীতি থাকতে পারে না।

 তিনি বলেন, আজকে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের রাজনীতি ও স্বাধীনতার বিপক্ষের রাজনীতি। যারা আমাদের স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করে না তাদের অনেকেই বিএনপির নেতৃত্বের জোটে সম্পৃক্ত। ২০ দলীয় জোটের মধ্যে অনেক দল আছে, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি তালেবানি রাষ্ট্রে রূপান্তর করা। যাদের অনেকেই আফগানিস্তান থেকে ট্রেনিং নিয়ে ঘুরে এসেছেন। স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পর দেশে স্বাধীনতার বিপক্ষের রাজনীতি থাকতে পারে না।

 'আমাদের দেশে এমন হওয়া উচিত সরকারি দল হবে স্বাধীনতার পক্ষে বিরোধী দলও হবে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি' উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি সেজন্য ন্যাপ মোজাফফর ও কমিউনিস্ট পার্টি-সহ যারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির দল আছে তাদের আরো শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন।

 শনিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের বঙ্গবন্ধু হলে মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠক, মুক্তিযুদ্ধকালীন যৌথ গেরিলা বাহিনীর প্রধান সংগঠক, ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এর নাগরিক শোকসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

 রাজনীতি ও বিএনপি প্রসঙ্গে এসময় আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান আরো বলেন, 'জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে বণিকায়ন ও দূর্বৃত্তায়ন করেছিলেন। যারা রাজনীতি করতো তাদের হাত থেকে রাজনীতিটাকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর সেটিকে আরো পূর্ণতা দিয়েছিল স্বৈরশাসক এরশাদ। একেবারে ষোলকলা পূর্ণ করেছিল বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পর। এভাবেই রাজনীতি যে একটা ব্রত সেটা হারিয়ে গেল। এটা একটি দেশের জন্য এবং সমাজের জন্য আমি মনে করি প্রচন্ড দুঃখজনক।'

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'কে কত টাকা দলের ফান্ডে দিতে পারল তাকে দলের মনোনয়ন দেয়া হবে এবং তারা অনেকে এমপি হয়েছিলেন। এভাবে রাজনীতিকে বণিকায়ন করা হলো। রাজনীতিতে দূর্বৃত্তায়ন করা হলো। ১৯৭৯ সালে কিভাবে নির্বাচন হয়েছিল সেটা আমাদের সবার মনে আছে নিশ্চয়। চট্টগ্রামের জামালখান সড়কে কিভাবে খোলা কিরিচ উঁচিয়ে ভোটের আগের দিন মানুষের মাঝে ভীতির সঞ্চার করেছিল যাতে কেউ ভোট দিতে না যান।'

 অধ্যাপক মোজাফফরের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, রাজনীতি একটা ব্রত। রাজনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য, সমাজ পরিবর্তনের জন্য, সমাজের অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো এবং দেশ বিনির্মাণের জন্য হচ্ছে রাজনীতি। দেশের ইতিহাসে একজন কিংবদন্তির নাম অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনন্য অবদান রেখেছেন তিনি। তার অসামান্য অবদান ছিল মুক্তিযুদ্ধে, তিনি রাজনীতিকে ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন এবং সে জন্য তিনি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি চাইলে মন্ত্রী ও অনেক বিত্ত-বৈভবের মালিক হতে পারতেন।

 তিনি বলেন, রাজনীতি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয়, রাজনীতি মন্ত্রী এমপি হওয়ার জন্য নয়। দেশ পরিবর্তন করতে হলে সমাজ পরিবর্তন করতে হলে দলকে ক্ষমতায় নিতে হয়। রাজনীতি হচ্ছে দেশ ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য। আমি যেই কর্মসূচিতে বিশ্বাস করি যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করি যে রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাস করি সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হচ্ছে রাজনীতি। এটি আজকে রাজনীতিবিদরা ভুলে গেছেন।

 চলমান পাতা-২

=২=

 ড. হাছান মাহ&মুদ বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনে সংসার পেতেছিলেন, কিন্তু সংসার করেননি। তখনকার যারা রাজনীতিতে ছিলেন তারা এভাবেই দেশের এবং সমাজের জন্য রাজনীতিকে ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। আজকে রাজনীতিবিদরা এটি ভুলে গেছেন। রাজনীতিকে একটি ব্রত সেটা মানুষও এখন মনে করেন না।

 তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতিকে ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। আমাদের মনে আছে, ৮১ সালে বাংলাদেশে পদার্পণ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ১৯ বার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বারবার মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে এসেছেন। কখনো বিচলিত হননি বরং বারবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসে তিনি আরো দীপ্ত পদভারে মানুষের সংগ্রামের কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আজকের তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে।

 গত বৃহস্পতিবার জামালপুরে কমিউনিস্ট পার্টির পদযাত্রায় হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই সমীচীন হয়নি।

 অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ নাগরিক শোকসভা কমিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ন্যাপের প্রেসিডিয়াম সদস্য আইভি আহমদ, মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোরশেদ আলম সুজন, নঈম উদ্দিন চৌধুরী, ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইসমাঈল হোসেন প্রমূখ।

#

আকরাম/রাহাত/মিজানুর/২০১৯/০১৩০ ঘণ্টা